দৈনিক ইনকিলাব

APR. 1 0 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের ১৩২ জন ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারছে না

মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের ১৩২ জন ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারছে না

মানিক মনির ॥ রাজধানীর মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজের ১৩২ জন ছাত্রী আগামী ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য দু'হাজার সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের যতই আশ্বাস দিক, যতই ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলুক না কেন পরীক্ষা

৮-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা যে দিতে পারছে না এ ব্যাপারে এখন খোদ কর্তৃপক্ষের লোকজনও নিশ্চিত। যে ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনই হয়নি তাদের ফরম ফিলআপইবা কিসের আর পরীক্ষাইবা কিসের! উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তথা প্রিন্সিপালের গাফিলতি ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মানবিক বিভাগের ১৩২ জন ছাত্রীর সঠিকভাবে রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার কারণে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে উক্ত ছাত্রীদের নির্যাতিত হতে হয়েছে পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের ভাড়াটিয়া মস্তানদের হাতে। ছাত্রীরা লাঠিপেটা খেয়ে রক্তমাখা পোশাক নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে, মিছিল-মিটিং করেছে। সর্বশেষ গতকাল (রবিবার) তারা তাদের পরীক্ষা নেয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অভিভাবকদের সাথে নিয়ে মিছিল, সমাবেশ এবং প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

অপরদিকে যে সমস্যার কারণে চলতি সালে এতগুলো ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারছে না, ঠিক একই সমস্যা বিরাজ করছে পরবর্তী আরো দু'টি সেশনের ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বলে জানা গেছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আরো জানা গেছে, উক্ত সমস্যাগুলো রাজধানীর অন্যান্য আরো কয়েকটি কলেজে ছিল, কিন্তু উক্ত কলেজসমূহের কর্তৃপক্ষ বোর্ড থেকে এ বিষয়ে চিঠি পাবার সাথেসাথেই ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়েছে, সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু মতিঝিল হাই স্কুল এন্ড কলেজের কর্তৃপক্ষ ৩ বার এ বিষয়ে চিঠি পাবার পরও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বর্তমানে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন তিনিও এ ব্যাপারে দু'বার চিঠি পেয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠানের ১৩২ জন ছাত্রী যে কারণে পরীক্ষা দিতে পারছে না তা হল ১৯৯৮ সালে ভর্তি হওয়া এসব ছাত্রীর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস অনুসরণ করা হয়নি। এ সিলেবাস অনুযায়ী উক্ত ছাত্রীদের 'ক' গুচ্ছ (অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইসলামের ইতিহাস, ইতিহাস ও সমাজকল্যাণ) থেকে ২টি বিষয় বাধ্যতামূলক এবং 'খ' গুচ্ছ (ভূগোল, যুক্তিবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ইসলামী শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও কম্পিউটার) থেকে ১টি বাধ্যতামূলক ও ১টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে হত। কিন্তু সেক্ষেত্রে কলেজ থেকে দেয়া প্রসপেক্টাস অনুযায়ী 'ক' গুচ্ছ থেকে কিছু কিছু ছাত্রী ১টি বিষয় এবং বাকী ছাত্রীরা 'ক' গুচ্ছ থেকে কোন বিষয় না নিয়ে 'খ' গুচ্ছ থেকে সবগুলো বিষয় নির্বাচন করে। সে সুযোগ কলেজ কর্তৃপক্ষই তাদের দিয়েছিল। এছাড়া উক্ত কলেজে 'ক' গুচ্ছে অর্থনীতি ছাড়া আর কোন বিষয়ই নেই।

যেটি কলেজ কর্তৃপক্ষের অবশ্যই জানা। আরও জানা যে, বোর্ডের নিয়ম না মানলে উক্ত ছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়া হবে না। তাহলে এতগুলো ছাত্রীকে কলেজ কর্তৃপক্ষ এতদিন কিভাবে কোন ভরসায় আশ্বস্ত করল, ফরম ফিলআপ করাল, টেস্ট পরীক্ষা নিল, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলল তা অভিভাবকগণ জানতে চেয়েছেন। উক্ত ছাত্রীদের অভিভাবকগণ কলেজ কর্তৃপক্ষের এ প্রতারণার বিচার চেয়েছেন। গতকাল সকাল পৌনে ১০টার দিকে কমলাপুর রেল স্টেশন জামে মসজিদের সামনে থেকে আগামী ২৭ তারিখ পরীক্ষা নেয়ার দাবীতে উক্ত ছাত্রীদের নিয়ে তাদের অভিভাবকগণ একটি মৌন মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সমাবেশ করে। সেখানে ছাত্রীরা আমাদের পরীক্ষা নিতে হবে, দিতে চাই, প্রিন্সিপালের দু'গালে, জুতা মার তালে তালে' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এরপর তাদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কার্যালয়ে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীসম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশের পর অভিভাবক প্রতিনিধিদের সাথে শিক্ষামন্ত্রীর কিছু সময় এ বিষয়ে কথা হয় এতে অভিভাবকগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, তাদের মেয়েরা এ বছর পরীক্ষা দিতে পারবে না। তবে মন্ত্রী আগামী বছর এ ছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি এ জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ব্যবস্থা নিতে বলবেন। মন্ত্রী ছাত্রীদের এক বছর নষ্ট হচ্ছে বলে দুঃখও প্রকাশ করেছেন বলে অভিভাবকদের আহবায়ক মোঃ ফয়েজ উল্লাহ ভুঁইয়া জানিয়েছেন। এ ছাত্রীরা এবার পরীক্ষা দিতে না পারলে তাদেরকে এ বছর যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তাদের সাথে কলেজে নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এ ছাড়া মন্ত্রী অভিভাবকদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ছাত্রীদের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয়েছে তা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অভিভাবকদের আহবায়ক জনাব ভুঁইয়া আরও জানিয়েছেন যে, তারা কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে মতিঝিল থানায় গেলে তাদের মামলা নেয়া হয়নি। থানার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে আমাদের একজন এসআই খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ফয়েজ উল্লাহ ভুঁইয়া আরও জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেয়া আশ্বাস বাস্তবায়িত হলে তারা ক্ষতি সত্ত্বেও তাদের আন্দোলন থেকে সরে যাবেন। অন্যথায় তারা অনশন কর্মসূচীসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও-এর মত কর্মসূচী দিতে পারেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ প্রতারণা

এদিকে মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে গতকাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাংবাদিক সম্মেলনের কথা থাকলেও তাদের দেয়া সময়মত বিকাল ৪টার দিকে গিয়ে সেখানে কাউকে না পেয়ে সাংবাদিকরা ফেরত গেছেন। উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের প্রতারণা করার পাশাপাশি সর্বশেষ গতকাল সাংবাদিকদের সাথেও প্রতারণা করেছে। এ ঘটনা ঘটিয়েও উক্ত কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হয়নি। সর্বশেষ তারা গতকাল রাতে প্রতিটি পত্রিকা অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে এ অর্থে একটি করে সাংবাদিক সম্মেলনের কপি পাঠিয়েছে।